গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
বাজেট শাখা
www.probashi.gov.bd

বিষয়ঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৮/১০/২০২১ খ্রিঃ
সময়	:	দুপুর ১২:০০ ঘটিকা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ

০২। সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত।

০৩। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৭০১.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দ থেকে ১ম কোয়ার্টারে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) মাস পর্যন্ত ১৫৭.০১ কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকলেও ১২৬.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ সময় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ, দপ্তর ভিত্তিক এবং খাত ভিত্তিক ব্যয়ের অগ্রগতি (সচিবালয় অংশ, শ্রম উইং অংশ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিএমইটিসহ সমগ্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক পৃথকভাবে) পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। খাত ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সচিবালয় অংশের ৩২১১১০১ পুরস্কার, ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয়, ৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয়, ৩২৪৪১০২ বদলী ব্যয় এবং ৩২৫৮১৪০ মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ খাতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ব্যয় কম হয়েছে।

০৪। এছাড়াও পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩২১১১১১ সেমিনার/কনফারেন্স, ৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়, ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী, ৩২১১১২৮ প্রকাশনা, ৩২১১১৩৫ নিয়োগ পরীক্ষা, ৩২২১১০১ নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি, ৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ, ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী, ৩২৫৫১০৪ ষ্ট্যাম্প ও সিল, ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী, ৩২৫৭১০৩ গবেষণা, ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/উৎসবাদি, ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র, ৩৮২১১১৩ উপহার, ৪১১২২০১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি, ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি খাতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

০৫। কোন অর্থ ব্যয় হয়নি এবং কম ব্যয় হয়েছে এমন খাত নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপসচিব (সেবা) জানান, ১ম প্রান্তিকে তুলনামূলকভাবে অর্থ ব্যয় কম হয় এবং ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে; সে অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সময় অনুবিভাগ প্রধানগণ যথাসময়ে কোয়ার্টার ভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় না করায় বাজেট বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো দায়িত্বশীল কয়ে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়। উপরন্তু সকল প্রান্তিকেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যয় করা ও বরাদ্দকৃত বাজেটের যৌক্তিক ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৬। প্রথমবারের মত মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রবাসে মৃত কর্মীর মরদেহ দেশে ফেরত আনার জন্য ০২ (দুই) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ) বলেন, এখন থেকে ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশী আনডকুমেন্টেড কর্মীর মরদেহ পরিবহনের ক্ষেত্রে এখাত হতে অর্থ ব্যয় করা যাবে। তিনি আরো বলেন, অনেক সময় বিদেশ হতে মরদেহ ফেরত আনার জন্য অনেকে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে থাকে, সেক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এখাত হতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। এছাড়া বিদেশ হতে মরদেহ পরিবহনের জন্য দূতাবাসের ডিপ্লোমেটিক উইংয়ের ন্যায় শ্রম কল্যাণ উইং হতেও অর্থ ব্যয় করা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে

যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। একইসাথে শ্রম কল্যাণ উইংয়ে বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেট ও ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের বাজেটের অর্থ ব্যয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

০৭। বরাদ্দকৃত ০৪ (চার) কোটি টাকা হতে ৫৯ (উনষাট) লক্ষ টাকা পুনঃউপযোজনের পর 'প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়' খাতে ৩.৪১ কোটি (তিন কোটি একচল্লিশ লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু এখাত হতে এখনো কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এ বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের জন্য ডকুমেন্টরি তৈরী করা প্রয়োজন। এছাড়াও বিদেশগামী/গমনেচ্ছু কর্মীদের মাঝে বিদেশ যাওয়ার খরচ, প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, লিফলেট তৈরী করে বিভিন্ন মিডিয়ায়, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে, বিদেশস্থ শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। 'প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরীর উপর সকলে একমত পোষণ করেন। এ সময় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) 'কে আহ্বায়ক করে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ) জনাব নাসরীন জাহান, উপসচিব (কর্মসংস্থান) জনাব শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী, উপসচিব (সেবা) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান এবং উপসচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা) ড. নাশিদ রিজওয়ানা মনির এর সমন্বয়ে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যায় মর্মে যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ) মতামত ব্যক্ত করেন এবং প্রশাসন শাখা হতে কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ জানান। মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান অকেজো একটি গাড়ী বিধি মোতাবেক অকেজো/কনডেম করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপসচিব (সেবা)'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৮। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) বলেন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের 'সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী' যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয় সেটি দিয়ে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করা সম্ভব হয়না। এখাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। যথাযথভাবে চাহিদা নিরূপনপূর্বক আগামী বাজেট প্রস্তাব করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন ট্রেডের খন্ডকালীন শিক্ষকদের বেতনের পরিবর্তে প্রশিক্ষণ সম্মানী প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিএমইটি ও এর অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বাস্তসম্মত ব্যয় করা প্রয়োজন ও এর যথাযথ মূল্যায়ন থাকা দরকার বলে সভায় আলোচনা করা হয়। বিএমইটি'র '৩২৫৬ সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী' খাতে বাস্তবতা অনুসরণে বাজেট প্রস্তাব করা সমীচিন। এছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল হতে বিএমইটি'র অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ বাবদ ৪৭.১০৯৯ লক্ষ (সাতচল্লিশ লক্ষ দশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা বরাদ্দ প্রদান করার বিষয়টি সভাকে অবহিত করা হয়। দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে এ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোত্তম ও বাস্তবসম্মত ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

০৯। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৯.১ বাজেট বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে আরো বেশী সচেষ্ট হতে হবে;

৯.২ সকল প্রান্তিকেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

৯.৩ এ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে '** ৩৭২১১১১ মরদেহ পরিবহন' খাতে বরাদ্দকৃত ০২ (দুই) কোটি টাকা হতে এখন থেকে ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশী আনডকুমেন্টেড কর্মীর মরদেহ পরিবহনে এখাত হতে অর্থ ব্যয় করা হবে। এছাড়া বিদেশ হতে মরদেহ পরিবহণে ডিপ্লোমেটিক উইংয়ের ন্যায় শ্রম কল্যাণ উইং হতেও এখাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে;

৯.৪ মরদেহ পরিবহনের ক্ষেত্রে শ্রম কল্যাণ উইংয়ে বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেট ও ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের বাজেটের অর্থ ব্যয়ের পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে;

৯.৫ '৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়' খাতের অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ) নাসরীন জাহান, উপসচিব (কর্মসংস্থান) জনাব শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী, উপসচিব (সেবা) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান এবং উপসচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা) ড. নাশিদ রিজওয়ানা মনির এর সমন্বয়ে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের সমন্বয়ে প্রশাসন শাখা একটি কমিটি গঠন করবে;

৯.৬ সেবা শাখা মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান অকেজো একটি মাইক্রোবাস বিধি মোতাবেক অকেজো/কনডেম ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১০। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সচিব